ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের গেছে যেই দিন

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

evsjv wefv‡Mi Avgvi mncvVxiv| meev‡g gw³h‡× knx` †gv¯dv Kvgvj kvnwiqvi

বিভাগীয় অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী চিঠিটি হাতে নিয়ে বললেন : ‘ও, আনিস পাঠিয়েছে?’ তারপরই আমার ভর্তি ফরমে খসখস করে লিখে দিলেন।

চট্টগ্রাম থেকে ভর্তির জন্যে ঢাকা আসার সময় ড. আনিসুজ্জামানের একটি সুপারিশপত্র সঙ্গে এনেছিলাম। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর হাতে চিঠিটি দিতেই তিনি বাক্যব্যয় না করে আমার ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। আমি জানতাম, ড. আনিসুজ্জামান মুনীর চৌধুরীর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ভুঁইয়া ইকবালের (বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) মাধ্যমে তখন ড. আনিসুজ্জামানের সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় হয়েছিল। তিনি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

স্কুলজীবন থেকেই চারুকলার প্রতি আমার কিছুটা আগ্রহ ছিল। তখন খুব সামান্যভাবে আঁকাআঁকির চর্চা করতাম। ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার সময় এই চর্চা একটু বেড়ে যায়। তখন বিভিন্ন সংকলনের প্রচ্ছদ আঁকা ও মঞ্চসজ্জার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হতো। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট লেখক চৌধুরী জহুরুল হক (বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) সম্পাদিত ‘সাত সতেরো’ সংকলনের অঙ্গসজ্জার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি লাভ করি। তখন আমার হস্তাক্ষরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ‘সাত সতেরো’ সংকলনের প্রত্যেকটি লেখার শিরোনাম আমার হাতের লেখা ব্লক করে ছাপা হয়েছিল। তখন চট্টগ্রামে অনেক বই ও সংকলনের প্রচ্ছদে, বিয়ের কার্ড, বিয়ের শুভেচ্ছাপত্র, অনুষ্ঠানের কার্ড ইত্যাদিতে আমার হাতের লেখা ব্লক করে ছাপানো হয়েছে। সাংবাদিকতা পেশায়

যোগ দেবার পর বছরের পর বছর বলপেন দিয়ে নিউজপ্রিন্টে লিখতে লিখতে আমার সেই হস্তাক্ষর এখন আর নেই। ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার সময়েই প্রখ্যাত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ও পুর্ণেন্দু পত্রীর ক্যালিওগ্রাফি আমাকে আকর্ষণ করতো। তবে তাঁদের কাউকে আমি অনুকরণ করিনি। শিল্পী সবিহ উল আলম আমার হস্তাক্ষরকে শৈল্পিক কাজের উপযুক্ত বলে প্রথম স্বীকৃতি দেন এবং আমার হস্তাক্ষর নানাভাবে ব্যবহার করেন। শিল্পী সবিহ উল আলম ছিলেন আঁকাআঁকির জগতে আমার শিক্ষাগুরু। ছবি আঁকা বা গ্রাফিক্স ডিজাইনের নানা বিষয়ে তিনি আমাকে দীক্ষা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন লাহোরের ন্যাশনাল আর্ট কলেজের কৃতী ছাত্র। তাঁর অনুপ্রেরণায় আমি 'শিল্পী' হবার স্বপ্ন দেখা শুরু করি। শিল্পচর্চা বা শিল্পীর পেশা সম্পর্কে তখনো স্পষ্ট কোনো ধারণা আমার ছিলো না। তবু কী কারণে জানি না আর্ট কলেজে ভর্তি হবার প্রেরণা বোধ করি। তাও ঢাকায় নয়, লাহোরে। তখন লাহোরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেন আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু মইনুল আহসান। তাঁর সঙ্গে পত্র যোগাযোগ হয়। লাহোর আর্ট কলেজে ভর্তির সব ব্যবস্থাই তিনি করে দিয়েছিলেন। চট্টগ্রামে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি লাহোরের পথে ঢাকায় আসি। ঢাকায় কয়েক দিনের যাত্রা বিরতি ছিল। আমার বড়োভাই জনাব আবদুস সালাম তখন এক ব্যবসায়িক সফরে জাপান গিয়েছিলেন। জাপান থেকে ঢাকায় ফিরে আসার পর তিনি আমার সব পরিকল্পনা শোনেন। আর্ট কলেজে পড়ার সিদ্ধান্ত তিনি অনুমোদন করেননি। আর্ট কলেজে আমার পড়ার পরিকল্পনা তিনি নাকচ করে দেন। ফলে বাধ্য হয়ে আমাকে চট্টগ্রামেই ফিরে যেতে হয়। চট্টগ্রাম ফিরে আমি চট্টগ্রাম কলেজে বি এ পাসকোর্সে ভর্তি হই। অনার্সে ভর্তির সময় তখন শেষ। এদিকে তখন দেশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। আমি আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ি। একদিকে লাহোরে আর্ট কলেজে ভর্তির চেষ্টা, অপরদিকে '৬৮-৬৯ এর গণআন্দোলনে অংশ নেয়ার ফলে লেখাপড়ায় আমি এক বছর পিছিয়ে পড়ি।

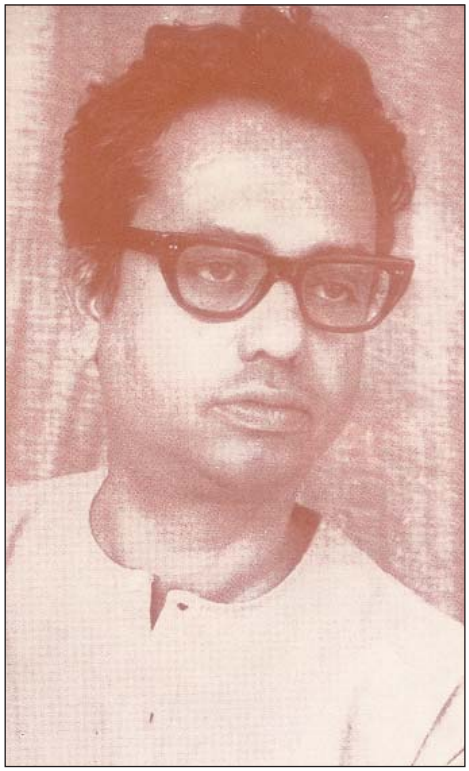

মুনির চৌধুরী ছিলেন আমার প্রিয় শিক্ষক

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমাদের ক্লাস শুরু হয়। তখন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক তাৎপর্যময় পরিবর্তন ঘটে গেছে। ১৯৬৮-৬৯ (মার্চ)-এর ব্যাপক গণআন্দোলনের ফলে পাকিস্তানের স্বৈরাচার আইয়ুব সরকারের পতন হয়। সেনাবাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খান অস্ত্রের মুখে ক্ষমতা দখল করেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে ও সরকারে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে পূর্ব পাকিস্তানেও। আইয়ুবী জমানায় গভর্নর মোমেন খান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. ওসমান গণির পৃষ্ঠপোষকতায় একশ্রেণীর ছাত্র নামধারী গুন্ডার আধিপত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তি ও অস্থিরতা বিরাজ করছিল। আইয়ুব খানের সঙ্গে ভিসি ওসমান গণিও বিদায় নিতে বাধ্য হন। সরকার হাইকোর্টের বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত করেন। দেশের অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও নতুন পরিবেশের সূচনা হয়। এরকম নতুন পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রজীবনের শুরু।

প্রথম কয়েক মাস

বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রতি বছরই শীতকালে বনভোজনের আয়োজন করা হতো। সেবার ঠিক হয় : বার্ষিক বনভোজনেই নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ করে নেয়া হবে। সাধারণত বিভাগে বা টিএসসিতে বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে নবীন বরণ উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। আমরা একটু নতুনত্বের স্বাদ পেলাম। ঢাকার অদূরে রাজেন্দ্রপুরে একই সঙ্গে আমাদের নবীন বরণ ও বনভোজনের আয়োজন করা হয়। আমরা তখন সবেমাত্র ভর্তি হয়েছি। কাজেই আমাদের প্রতি পদক্ষেপে রয়েছে ভীরুতা আর সংকোচ। সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রীরাই তখন সব খবরদারি করেন। নানা কারণে কয়েকজন সিনিয়র ছাত্রের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। কাজেই বনভোজনে আমার আড্ডার চৌহদ্দি একটু বড়ই ছিল।

বনভোজনে বিভাগের আমন্ত্রণে দু'জন অতিথি এসেছিলেন। একজন ভিসি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, অপরজন বাংলা একাডেমীর তখনকার সচিব অধ্যাপক আহমদ হোসেন। পিকনিকের নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে একটি সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগের প্রধান মুনীর চৌধুরী, কয়েকজন শিক্ষক ও সিনিয়র ছাত্র বক্তৃতা করেন। নবীনদের পক্ষ থেকে খুব সম্ভব আলী ইমাম (পরবর্তীকালে বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ও টিভি ব্যক্তিত্ব) বক্তৃতা করেছিল।

সহপাঠীদের মধ্যে একমাত্র আলী ইমামই আমার পূর্বপরিচিত। তাও বেশি দিনের নয়। সংবাদপত্রের ছোটদের পাতায় আলী ইমামের মতো আমিও সামান্য লেখালিখি করেছি স্কুলজীবন থেকেই। তাছাড়া আলী ইমাম ভুঁইয়া ইকবালেরও বন্ধু। সেই সূত্রে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আলী ইমামের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা হয়। যা আজো অটুট রয়েছে।

সহপাঠীদের মধ্যে আরো দুজনকে আমি আবিষ্কার করি, যাদের লেখার সঙ্গে আমি পূর্বপরিচিত। তারা হলেন : সিদ্দিকা মাহমুদা ও শাহনূর খান। সিদ্দিকা লেখালিখি ছাড়াও কৃতী ছাত্রী হিসেবে প্রথম বর্ষেই আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শাহনূর খান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগেই 'কবি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। মনে হয় শাহনূর একটু বেশি বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন।

আমাদের ক্লাসে প্রায় আশিজন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। যদিও এমএ ক্লাস পর্যন্ত পনের-কুড়িজনের চেয়ে বেশি ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়নি। খুব কম সহপাঠিনীর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। তখনকার পরিবেশই এরকম ছিল। কোন সহপাঠিনীকে 'তুমি' করে বলার ('তুই' বলার কথা ভাবাই যায় না) সুযোগ কখনো পাইনি। কয়েকজনের সঙ্গে বাংলা বিভাগের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে এখনো মাঝে মাঝে দেখা হয়।

১৯৭০-এর পুরো বছরজুড়েই টিএসসিতে নানা অনুষ্ঠান লেগে ছিল। প্রথম দিকে ছিল বিভিন্ন বিভাগের নবীন বরণ। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনও পর্যায়ক্রমে নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) 'সংস্কৃতি সংসদ' আমাদের ব্যাচের নবাগতদের সংবর্ধনা জানায় অত্যন্ত জমকালোভাবে। বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণে বিশাল মঞ্চ করে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে চট্টগ্রাম থেকে এসেছিলেন ড. আনিসুজ্জামান। সংস্কৃতি সংসদ আমাদের সম্মানে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের মঞ্চায়ন করে। নাটকটি পরিচালনা করেন সৈয়দ হাসান ইমাম। নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কাজী তামান্না। বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা গোলাম মুস্তাফা ও আনোয়ার হোসেন দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। মনে হয়, আমার জীবনে ঐ প্রথম একটি উচ্চ মানের নাটক মঞ্চায়ন দেখেছিলাম। শীতের রাতে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ঘাসের ওপর বসে সেই